কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন হানিফ

সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোন বিকল্প নেই।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে কুষ্টিয়াতে অত্যাধুনিক মানের শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পর কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমিকে ধরা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম একাডেমি ভবন। এটি নির্মিত হলে জেলার সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে। জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, অবকাঠামোগতভাবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো এটি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ ও কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভঙ্গুর অবকাঠামোর ভেতর দিয়েই জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসময় জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

ঝাড়ফুঁকের নামে নববধূকে ধর্ষণ করলো কবিরাজ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় নববধূকে ঝাড়ফুঁকের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম (৪৪) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সোমবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কবিরাজের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ওই নববধূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন। অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া গ্রামের মৃত আজিবর আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৫ মাস পূর্বে ঝিনাইদহের জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৬ বছরের কিশোরীর সঙ্গে একই থানার শিমুল নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন থেকেই ওই কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই মানসিক সমস্যা সমাধানে ভৌতিক কারণ দেখিয়ে নববধূকে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির এলাকায় ওই কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসার নামে একটানা ১৪ দিন এশার নামাজের পর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটি না নেভা পর্যন্ত তাকে তার বিশেষ চিকিৎসাগৃহে ঝাড়ফুঁকের (চিকিৎসা) নামে নববধূর শ্লীলতাহানি করে আসছিল। অবশেষে ৪ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে কবিরাজ সিরাজুল ইসলাম তার বোনকে লবণ আনতে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে ওই নববধূকে।

ঘটনার আধাঘণ্টা পর তার বোন লবণ নিয়ে আসলে ওই নববধূকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে তার বোন কান্নার কারণ জানতে চাইলে তাকে কোনো কিছু না বলে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে আসেন। রাতে ওই নববধূ তার বোনকে বিষয়টি খুলে বলেন। এই ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে কিছু বললে কবিরাজির মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেয় কবিরাজ সিরাজুল।

বিষয়টি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেন সিরাজুল ইসলাম। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইবি থানায় নিয়ে আসেন।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তার ভাই জগত ডাক্তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভণ্ড কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কঠোর শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। ভুক্তভোগী ওই নববধূ বাদী হয়ে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই নববধূর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। অভিযুক্ত আসামিকে আটকের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষককে হত্যার হুমকি: ইবিতে সহকারী প্রক্টরকে পদ থেকে অব্যাহতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) এক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সহকারী প্রক্টর এম এম নাসিমুজ্জামানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত শনিবার ভুক্তভোগী শিক্ষক আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা যায়, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুক্তভোগী শিক্ষককে প্রথমে গালাগাল ও পরে হত্যার হুমকি দেন অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর। এ সময় তিনি আঘাত করার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেন ও মাথা ফাটিয়ে খুন করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। পরে সেখানে উপস্থিত অন্য শিক্ষকরা তাকে নিবৃত করেন।

এ ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওইদিন বিকেলেই ইবি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। একইসাথে পরের দিন শনিবার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।

এ দিকে, সহকারী প্রক্টর কর্তৃক শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শাস্তি দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেইসাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের আবাসিকতা বাতিলের দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তারা। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও প্রশাসনের সাথে দেখা করে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এ বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষক আলতাফ হোসেনের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয় অভিযুক্ত শিক্ষককে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার ‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন করলেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নে কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ।

মঙ্গলবার দুপুরে বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ডিসেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দুর্বৃত্তরা

ভাস্কর্যটি ভাংচুর করে। এবং ১৯ ডিসেম্বর ভাস্কর্য ভাঙার মুলপরিকল্পনাকারী কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি সামছুদ্দিন মানিক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ও সাচিবের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, কুষ্টিয়া ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি মতিয়ার রহমান লাল্টু সহ অনেকে।

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান হানিফ

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’এই নাগরিক কমিটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলাসহ সব বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। তারাই সমাজের মূল প্রতিনিধি। এই অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সবাই থাকবেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

উপস্থিত সবাইকে কুষ্টিয়ার প্রাণশক্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ‘আপনাদের নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চাই। যেখানে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা দলাদলি থাকবে না। নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’

সোমবার রাতে শহরের দিশা মিলনায়তনে কুষ্টিয়ার আগামীর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে নাগরিক কমিটির অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আপনারা কুষ্টিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায় থেকে যে পরামর্শ দিলেন আমি তা নোট করে রেখেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে

আমার যে পরিকল্পনা আছে তার বাইরে আপনারা যে পরামর্শ দিলেন তা সমন্বয় করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া চিনিকল বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক চিনিকল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। পরিবেশগত কারণে মোহিনী মিল আর চালু করা সম্ভব হবে না, তবে সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, অরাজনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে আসলে সবার সমন্বয়ে উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এস এম মুসতানজিদকে আহ্বায়ক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আইন বিভাগের শিক্ষক সেলিম তোহাকে সদস্যসচিব করে এবং সভায় উপস্থিত সবাইকে সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে নাগরিক কমিটির ঘোষণা করেন হানিফ।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অন্তত ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য দেন। সবার বক্তব্য শুনে হানিফ বলেন, জেলার উন্নয়নে আধুনিক মানের হাসপাতাল, ইংরেজি মাধ্যমের উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করা হবে। তিনি নাগরিক কমিটিকে জেলার উন্নয়নের জন্য সব সময় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সরকারি উদ্যোগে ৪০০ দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এ সময় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সার্বিক তত্বাবধায়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সাঈদ হাসানসহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর, সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ত্রিমোহনী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থাটির সভাপতি জনাব ওমর ফারুক।

ওমর ফারুক বলেন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, অর্থ সহায়তা, রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও বই উপহার সহ নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাকন ভূঁইয়া, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, সোহেল রানা, রিয়াদ আহাম্মেদ সহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার বিভিন্ন স্থানে ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সামাদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ ,

সদস্য মফিজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, মিম, ওমর ফারুক, রিয়াজ, সাদিয়া, তনু, রুবিনা স্বপ্নাসহ শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্যগণ।

ভেড়ামারার সাবজোনে আখ না নেওয়ায় আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক

কুষ্টিয়া সুগার মিলে আখ না নেওয়ায় গতকাল সোমবার ২ একর জমির দণ্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক আঃ ওয়াহেদ। এছাড়াও সুগার মিলের শ্রমিকরা বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, ভেড়ামারার সাবজোন ভবানীপুর আখ ক্রয় কেন্দ্রের অধীনে ৪৭ নং ইউনিট চকমাদিয়া গ্রামের কৃষক আঃ ওয়াহেদ তার নিজ ২ একর জমির দন্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

কৃষক আঃ ওয়াহেদ জানান, চকমাদিয়া মাঠে ২ একর জমিতে আখ চাষ করি। জগতি সুগার মিল আখ নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জমির আখ গুলো পুড়িয়ে দিয়েছি।

এছাড়াও বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কানামুনা শ্রমিকরা। কুষ্টিয়া সুগার মিলের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ করেন তারা। প্রায় ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ কুষ্টিয়া সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কাজে না আসার কথা জানালে নিরাসায় ভুগছেন শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিক আফতাব হোসেন জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে আমি কর্মরত আছি। মন্ত্রী বলেছিলেন, আখ মৌসুম বন্ধ হলেও শ্রমিকদের চাকরি যাবেনা।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের লিখিত ডকুমেন্ট ছাড়াই মৌখিক ভাবে কাজে

আসতে নিষেধ করলেন কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের সংসার নিয়ে এখন রাস্তায়। আমরা এখনো ৬ মাসের বেতন, ভাতা ও ওভারটাইমের টাকা পাবো। এখন যদি আমরা কাজ না করি বকেয়া টাকাও না পাই তাহলে আমাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

শুধু আফতাব নয় তার মত একই হতাশাই ভুগছেন রতন, আব্দুল মান্নান, রুবেল হোসেন,বশির আহম্মেদসহ ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবী গ্যারেজ, অফিস ও কোন কোন বিভাগে কর্মরত শ্রমিক এখনো কর্মরত আছেন কিন্তু শুধু আমাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের বাদ দেয়া হলো কেন। বাদ দিলে সকল বিভাগের কানামুনাদের বাদ দিতে হবে।

বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর কাছে বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতে দাবী করেন কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন এমন অবস্থায় পরিবার নিয়ে পথে না বসে এই দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং অনুদান সহ সরকারি সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

কুষ্টিয়ার এসপিকে হত্যার হুমকি: থানায় মামলা

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম তানভীর আরাফাতকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্প্রতি এই ঘটনায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এসআই মো. কায়েস মিয়া বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর আশরাফুল আলমকে।

তিনি জানান, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই হুমকি দেয়া হয়েছে। কারা এসব ফেসবুক আইডি ও ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করে তা শনাক্তে পর্যবেক্ষণ চলছে। খুব দ্রুত তাদেরকে শনাক্ত করে আইনের

আওতায় আনা হবে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ৫ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু ও বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দু’টো ঘটনায় দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতারের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনা হয়। উভয় ঘটনায় জড়িতরা এখন কারান্তরীন।

এরপর গত ২১ ডিসেম্বর জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া কলেজে সাধারণ নাগরিক পরিষদের ব্যানারে ভাস্কর্যে হামলার ঘটনায় আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন এসপি তানভীর আরাফাত।

সেখানে তার দেয়া বক্তব্যের ছবি ও ভিডিও আংশিকভাবে সামাজিক যোগাযোগাম মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচার করছে একদল দুর্বৃত্ত। সেখানে এসপি তানভীর আরাফাতকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমন ১৭টি ফেসবুক আইডি ও ১টি ইউটিউব চ্যানেলের কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া এলাকায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মোঃ মাসুম বিশ্বাস, ইউপি সদস্য, মোঃ রহমত আলী ও মিরপুর উপজেলা তাঁতী লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ জুয়েল হোসেন সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

তাঁতীলীগের উদ্যোগে দুস্থ, পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণে এমন মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সুধীজন।

হাড়কাঁপানো এ শীতে কম্বল হাতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কম্বল পাওয়া প্রান্তিক মানুষরা। দু’চোখে খুঁজে ফিরেছে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। সেই সঙ্গে কম্বল পাওয়া দরিদ্র মানুষরা সাধুবাদ জানান।